দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 FEB 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

CC2

186

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর এবং কর্মজগত

শিরিন আখতার

সম্প্রতি বেশ কয়েকজন মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রের সাথে কথা বলেছি। বয়স তাদের ১৪—১৬ বছরের মধ্যে। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তারা ভবিষ্যতে কি হতে চায়। জবাবে তারা কেউ বলেছে ডাক্তার, কেউ বলেছে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বলেছে অফিসে চাকরি করবে। অনেকে কিছু বলেনি। হয়ত বলতে পারেনি। কিংবা তারা বুঝতে পারছে না কি পড়বে। কিংবা পারিবারিক-আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে কিছুই চিন্তা করতে পারেনি। কি ধরনের পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে চাকরি পেতে সুবিধা হবে কিংবা বর্তমান চাকরি বাজারে কি ধরনের চাকরি রয়েছে যার জন্য সে এখন থেকে প্রস্তুতি নেবে কিংবা তার দ্বারা কি ধরনের পড়াশোনা হতে পারে— এ ধারণা এখনও সেই সকল ছাত্রদের মধ্যে জন্ম নেয়নি। তারা সবাই এখন পড়ছে, এবং এই ধারণা তাদের সবার মধ্যে রয়েছে যে, তারা লেখাপড়া করবে এবং এই লেখাপড়াই তাদেরকে চাকরি পেতে সহায়তা করবে। অনেক অভিভাবকরাও নিশ্চিত যে, তাদের সন্তান পড়াশোনা শেষে একটা চাকরি তো পাবেই। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বেশীরভাগ ছাত্ররাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। কিছু শিক্ষা শেষে চাকরি বাজারে প্রবেশের সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছে তার প্রয়োজন খুবই সীমিত। তার মত যোগ্যতা নিয়ে অনেকেই চাকরির অপেক্ষায় রয়েছে। এভাবেই বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যক্তিগত জীবনে নেমে আসছে হতাশা আর দুশ্চিন্তা। কিন্তু এর জন্যও শিক্ষার্থীদেরকে দায়ী করা যায় না।

আগেই বলেছি, যে সকল ছাত্রদের সাথে কথা বলেছি তাদের বয়স ১৪—১৬ বছরের মধ্যে। এ বয়সের ছাত্ররা জানে না তাদের সামনে কোন ধরনের পেশা ছড়িয়ে আছে। কোন্ বিষয়ের উপর পড়াশোনা করলে সে সহজেই একটা চাকরি পেতে পারে। কিংবা চাকরি বাজারে কি যোগ্যতা নিয়ে প্রবেশ করলে সে একটা জীবিকা বেছে নিতে পারবে। আজকের যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা তাদের জীবন গড়ে তোলার সাথে সাথে বিশেষ একটা পেশার জন্য ধারণা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে। কিন্তু চাকরি বাজার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকার কারণে সে সেই পেশা গ্রহণের সুযোগ নাও পেতে পারে। যে কেউ তো আর সব কিছু করতে চাইলেই করতে পারে না। তাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথ বেছে নিতে হয়। এ পথেই তাকে তার লক্ষ্যে পৌছে দিবে।

কিন্তু এই পথনির্দেশনা একজন ছাত্র বা ছাত্রী কিভাবে পাবে— এটাই এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়। চাকরির বাজারে কি ধরনের শিক্ষার, দক্ষতার, মেধার প্রয়োজন— এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সজাগ বা সচেতন হতে হবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাজীবনে। এবং একই সংগে সচেতন হতে হবে শিক্ষক সমাজকে, অভিভাবকগণকে। ছাত্র-ছাত্রীরা কি শিখবে, কোন বিষয়ে লেখাপড়া করবে, চাকরি বাজারে কোন ধরনের জনশক্তির প্রয়োজন— এ ধারণা রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। শিক্ষার্থীদেরকে সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারেন শিক্ষকগণ। কোন ছাত্রের দ্বারা কোন ধরনের লেখাপড়া সম্ভব, কোন ছাত্রের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল, কোন ছাত্রের ঝোঁক কোন বিষয়ের দিকে বেশী— এসব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকরাই জানতে পারেন এবং এসবের উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের ছাত্রদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উপদেশ, পরামর্শ দান করতে পারেন। শিক্ষার্থী যে কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হবেন, এমন নয়। আবার সক্ষম হলেও চাকরি বাজারে সেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাও বিচার্য বিষয়।

অনেক সময় এমনও হতে পারে, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এক ধরনের আর অভিভাবকের ইচ্ছা ভিন্ন ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা অভিভাবকের আর্থিক অবস্থার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। তাই শিক্ষকগণ এবং অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা, মেধা, পারিবারিক আর্থিক অবস্থা, চাকরি বাজার ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা রেখে এমনভাবে তাদেরকে পরিচালিত করবেন যাতে তারা শিক্ষাজীবন শেষে একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও বুঝতে হবে, সে কোন ধরনের পেশা গ্রহণ করবে। এ জন্য তার কতটুকু দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে। আছে আর্থিক সঙ্গতি। যেমন— মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কিন্তু সে এই পেশার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য নাও হতে পারে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ ছাত্রটির বেশ কয়েকজন ভাই-বোন রয়েছে এবং সে পিতার বড় সন্তান। পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। পিতা চান তার ছেলে অল্প-বিস্তর লেখাপড়া করে অর্থ উপার্জন করুক। এ ক্ষেত্রে ঐ ছাত্রটির পক্ষে সহজ হবে যদি সে মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান ইত্যাদি ট্রেডের যে কোন একটিতে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু সে জানে না কোথায় এ ধরনের ট্রেড কোর্সে শিক্ষা দেওয়া হয়, জানে না ট্রেড কোর্সে ভর্তির খরচ, যোগ্যতা ইত্যাদি। এখানেই প্রয়োজন পেশা নির্দেশনার। শিক্ষকরাই সেই ছাত্রটিকে সঠিক নির্দেশনা দান করে সহায়তা করবেন তার শিক্ষা গ্রহণে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবন বেছে নিতে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পেশা নির্দেশনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এ স্তরেই হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি স্তর। এ সময়ের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। এ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, কর্মজগত সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এবং সেভাবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ এ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হবেন শিক্ষকগণ।

শিক্ষকগণ যেমন জানতে পারেন ছাত্রের দক্ষতা, যোগ্যতা তেমনি জানতে পারেন চাকরি বাজারে কোন ধরনের জনশক্তির প্রয়োজন। তারাই পারেন কোন একটা পেশা গ্রহণের সহায়তা করতে। অধিক মর্যাদা লাভ করেনি এমন পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে, পারেন যে কোন ধরনের পেশা গ্রহণে মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনতে। অভিভাবকগণও দেখবেন, তাদের ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা, চাকরি বাজারের ধারা। পেশা গ্রহণে পারিবারিক, আর্থিক অবস্থা কিংবা ঐতিহ্যটাই মুখ্য নয়। চাকরি বাজারের ধারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের দিনে চাকরি বাজারে জনশক্তির অভাব নয়। অভাব হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাজে প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাব। একথা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে মনে রাখতে হবে। তবেই যে কেউ পারবে নিজেকে প্রয়োজনীয়, দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে। পারবে চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন কর্মে নিয়োজিত করতে।